আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল ইসলামের জীবনাদর্শের সমালোচনা করে শনিবারের চিঠি, ইসলাম দর্শন ও মোসলেম দর্পন প্রভৃতি পত্রিকায় যে সমস্ত নজরুলবিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার প্রত্যুত্তর হিসেবে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি বিজলী পত্রিকায় ১৩৩২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পরে এই কবিতাটি নজরুলের সর্বহারা কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়,

সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের সর্বাপেক্ষা [illegible]মূলক কবিতা 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা কেবল তাঁর সমালোচনার জবাব নয়, আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কবি যে কৈফিয়ৎ তা দেশ কাল সমাজের নানা ব্যঙ্গ ও তির্যক ভাষায় বিবৃত, আত্মসমীক্ষামূলক এ কবিতায় কবি নিজের জীবনদর্শন প্রকাশ করেছেন — তাই এ কবিতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতার শুরুতেই নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে তিনি অমর হতে চান না তিনি যুগ প্রয়োজনে [illegible] লেখনীকে তরবারির মত ব্যবহার করেছেন,:

বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।

রাজনৈতিক চেতনা :— আমার কৈফিয়ৎ : নজরুল স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে কারাবরণও করেছেন, তাঁর কাছে স্বাধীনতা শুধু বিদেশী শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নয়, শ্রেণী শোষণের কবল থেকে মুক্তিও তার আর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না, তিনি রুশোর মতই বলতে চেয়েছেন "God makes all thing good, men meddles with them and they become evil (Novel – Emile), রুশোর প্রকৃতি রাজ্যের মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেক ছাড়া কোনো সরকারের অধীনতা স্বীকার করে না, নজরুলও বিবেক ও সত্যের পূজারী, তিনি বলেন "সত্য যে, বিবেকই তো তোমার নেতা," (যুগবাণী) ধূমকেতুর আদর্শ সম্বন্ধে কবি বলেছেন : "আমার কর্ণধার আমি, আমার যাত্রা শুরুর আগে- আমি সালাম জানাচ্ছি — নমস্কার করছি আমার সত্যকে।"

তাই খোলা মনে লিখছেন সবাই তার বিরুদ্ধে কিছু তিনি: তবু তাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী", ঐ তো মানুষের সর্বহারার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রভাত,

দ্বিতীয় স্তবক : সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক ভাবনা : দ্বিতীয় স্তবকে কবি তাঁর বিরুদ্ধে — যে সব সমালোচনা ও অভিযোগ করা হয় তার একটা তালিকা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়. যে নতুন সুর বাজে তা নয়ে কবিবন্ধুরা হতাশ। তাঁর কবিতায় আছে 'হুজুগে হুল্লা' এ কথাও কবি মেনে নিয়েছেন। কোন কোন সমালোচক বলেন নজরুল রাজনীতির ছাইপাঁশ নিয়ে মত্ত তাই তাঁর কবিতা ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ছে, নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরই তাঁর উপর নানা সমালোচনার ঝড় নিক্ষিপ্ত হয়, নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। হিন্দুদের দ্বারা অবহেলিত হলেও তিনি হীনমন্যতার পরিচয় দেননি। তিনি লিখছেন 'আজকের সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ, আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন। প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল — এটা অস্বীকার করি নে।' তাঁর সমাজচেতনার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসই তাই তার প্রত্যেকটি উক্তিই হৃদয়ের গভীর আর্তিতে পূর্ণ।

(১) 'শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য সিন্ধু জলে' (সর্বহারা)
(২) 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই' (সর্বহারা)

প্রমীলা হিন্দু রমণী নজরুল মুসলমান তাদের এই বিজাতীয় বিবাহ অনেক মানুষের কাছে চক্ষুশূল হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নজরুলের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহ হয়, প্রমীলার বয়স তখন আঠারো আর নজরুলের তেইশ। বিবাহের গোলযোগের আশঙ্কায় বিয়ের সঠিক তারিখটি জানানো হয়নি, গিরিবালা দেবী তাঁর মেয়ে প্রমীলাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। প্রমীলার মা হতেও সঙ্গে পরিবার ও সমাজের বাধা উপেক্ষা করেন। নজরুলের বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সরলা দেবী চৌধুরানী ব্রাহ্মদের এই নজরুল বিরোধিতায় ইন্ধন যোগান সেকালের প্রথমবিরোধী নজরুলের বন্ধু মোহিতলাল মজুমদার। শনিবারের চিঠিতে নজরুলকে ঐ বিবাহের জন্য যার পর নাই অপদস্থ হতে হয়।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহোত্তর হুগলী জীবনে প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যু 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থই দুটি নিষিদ্ধ হয়। শারীরিক অসুস্থতা এবং আর্থিক অনটনে কবির জীবন তখন জর্জরিত। অদিকে প্রবাসী গোষ্ঠী 'শনিবারের চিঠি' এবং মোহিতলালের আক্রমণে কবিজীবন বিষময় হয়ে ওঠে। তখনই কবি তির্যক ব্যঙ্গ মোড়া সাম সুরখানা কবিতায় অদিত নজরুলীয় পরিহাসরসিকতায় কবিতাটি সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় স্তবক: কবির বন্ধুরা কবির লেখা পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তেন, তাই বলেন 'তোকে ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে', নজরুল বই পড়ে মননশীল হননি এ অভিযোগ ও মোহিতলালের ছিলই, কিন্তু নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই জানিয়েছেন উত্তরকালে নজরুল শেলী কীটসের কবিতা ভাল করেই পড়েছিলেন। তিনি ক্রমশ বয়ে যাচ্ছেন এ কথা সবাই বলে। কেউ বা কটাক্ষ করেন তাঁর হিন্দু প্রীতিতে। ঃ 'কেহ বলে 'তো-র মিলিয়াছে ঘোড়া'। কেউ বা অভিযোগ তুলেছেন ইচ্ছে করে কবি জেলে গিয়ে বসে বসে ভাত খেয়ে মোটা হয়েছেন। এই স্তবকের শেষ শ্লেষাত্মক পংক্তিটি চমৎকার:

'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস জেলে'